(xiii) "হাসি আসে ভেবে,—ব্রজপল্লীতে গোয়ালার সাজে নেমে
ঢালি দুধে জল, দেবতার লীলা ঢালি মানুষের প্রেমে।"
—যতীন্দ্রনাথ।

—দুধে জল ঢালার মতন মানুষের প্রেমে দেবতার লীলা ঢালি : এই হ'ল পরিকল্পিত উপমা (সাদৃশ্য, সাম্য)। **দুধের** মতন **মানুষের প্রেম** যথাক্রমে উপমান উপমেয় আবার **জলের** মতন **দেবতার লীলা** যথাক্রমে উপমান উপমেয়। মানুষের প্রেম খাঁটি, দেবতার লীলা ভেজাল—এই হ'ল ব্যঙ্গ্যার্থ। উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের।

(xiv) 'এই যে সঁপিছ অর্ঘ্য মূর্খের চরণে সেবাঞ্জলি—
করিতেছ অরণ্যে রোদন,
প্রসাধন রচিতেছ শবদেহে অগুরুচন্দনে,
সিঞ্চন করিছ বারি উষর মরুর দগ্ধ বুকে,
কঠিন কঙ্করাকীর্ণ মৃত্তিকায় রোপিছ পঙ্কজ,
যতনে কুক্কুরপুচ্ছ করিছ সরল,
তুলিছ বধিরকর্ণে মধুময় বাণীগুঞ্জরণ,
রচিতেছ পত্রলেখা অন্ধের কপোলে।'—শ. চ.
(সংস্কৃত কবিতার মুক্তানুবাদ)

—উপমেয় প্রথম চরণে, বাকী সাতটির প্রত্যেকটিতে উপমান। মূর্খের সেবা অরণ্যে রোদন, শবদেহে অগুরুচন্দনে প্রসাধন-রচনা ইত্যাদির মতন। এইগুলিও যেমন নিষ্ফল, মূর্খের সেবাও তেমনি নিষ্ফল—এই হ'ল ব্যঙ্গ্যার্থ। এই উদাহরণটিতে **মালা নিদর্শনা**।

এবার দিচ্ছি একটা **বিচিত্র** উদাহরণ। **বিচিত্র এই কারণে যে এতে প্রসিদ্ধ উপমেয়টি হয়েছে উপমান এবং উপমানটি হয়েছে উপমেয়** —'প্রতীপ' অলঙ্কারের মতন।

(xv) "উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" —মধুসূদন।

—উষায় প্রমীলাকে বলছেন ইন্দ্রজিৎ। ফুলের পক্ষে প্রমীলার কান্তি চুরি করা অসম্ভব। দ্যোতিত সাদৃশ্য—প্রমীলার কান্তির মতন কান্তি যাদের সেইসব ফুল। ফুলের কান্তির মতন প্রমীলার কান্তি নয়, প্রমীলার কান্তির মতন ফুলের কান্তি—উপমানের মতন উপমেয় নয়, উপমেয়ের মতন উপমান ('প্রতীপ' দ্রষ্টব্য)।

অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনার উদাহরণ এইখানে শেষ করলাম। এই লক্ষণের নিদর্শনাই আমাদের সাহিত্যে অজস্র মেলে। এইবার

(খ) সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনা ঃ

ব'লে রাখা ভালো যে এও অসম্ভবেরই দলে ; ব্যাকরণের (তাও আবার পাণিনি-ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্যে'র) সূক্ষ্ম তর্কযুক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। তবে ভয় নাই, তর্কারণ্যে প্রবেশ আমি করব না, বোঝাব সরলতম উপায়ে।

(xvi) 'উদয় হ'লেই পতন হবে'—এই কথাটি শ্রীমান্ জনে
নিত্য জানান মলিন তপন অস্তাচলে যাওয়ার ক্ষণে।'—শ. চ.

—সূর্য্যের পক্ষে শ্রীমান্ (সমৃদ্ধিমান্) মানুষদের কোনো কিছু জানিয়ে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব, কারণ সূর্য্য অচেতন পদার্থ ব'লে কথা বলা, এমন কি ইঙ্গিত করারও শক্তি তার নাই। 'জানা' সাধারণ ক্রিয়া, 'জানানো' প্রেরণার্থক ক্রিয়া (causative verb) ; জানায় যে সে **প্রযোজক** বা **হেতুকর্ত্তা**। এই জানানোর হেতুকর্ত্তা অচেতন সূর্য্য হ'তে পারে না, জ্ঞানী মানুষ মাষ্টার মশায় হ'তে পারেন। কিন্তু মাষ্টার মশায় যখন জানান 'উদয় হ'লেই পতন হবে', তখন সে হয় নিছক একটা উপদেশমাত্র। সূর্য্যের প্রতিদিনের জীবনে মানুষ উদয় আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অস্তগমন দেখছে ; মাষ্টার মশায়ের জীবনে তো এমনটি ঘটে না। সূর্য্যের এই উদয় অস্ত দেখে দেখে আমাদের শিক্ষা হ'য়ে গেছে যে উদয় হ'লেই পতন হবে, উন্নতি চিরস্থায়ী নয়। এ অবস্থায় **'সূর্য্য আমাদের জানিয়ে** দিচ্ছে' ব'লে সূর্য্যকে যদি হেতুকর্ত্তা করি, তাহ'লে অন্যায় হয় না, যেহেতু তার প্রতিদিনকার **আচরণ** থেকে 'উদয়ের (উন্নতির) পরিণাম যে পতন' এই জ্ঞানটা আপনা হ'তেই আমাদের উৎপন্ন হচ্ছে। সূর্য্যের আপন আচরণেরই **সামর্থ্য** রয়েছে আমাদের মনে এই জ্ঞান সঞ্চারিত ক'রে দেওয়ার, যদিও সূর্য্য একেবারে চুপচাপ। 'জানান' কথাটার এই হ'ল তাৎপর্য্য। অচেতন পদার্থ যখন এইভাবের হেতুকর্ত্তা (প্রযোজক কর্ত্তা) হয়, তখন তাকে বলা হয় **'তৎসমর্থাচরণবান্ হেতুকর্ত্তা'** ('ন অবশ্যং সঃ প্রযোজয়তি। কিং তর্হি? তূষ্ণীম্ অপি আসীনঃ যঃ **তৎ-সমর্থানি আচরতি** সঃ অপি প্রযোজয়তি'—পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য')। তৎসমর্থাচরণবান্=তৎ অর্থাৎ প্রযোজনা (causing others to do something) করতে সমর্থ এমন আচরণ যার আছে সে। আমাদের উদাহরণে 'তপন' 'জানান'-রূপ প্রযোজন

(causing others to know) করতে সমর্থ এমন 'উদয় আর অস্তগমন'রূপ আচরণযুক্ত।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্যের পক্ষে আমরা যে 'জানানো' ক্রিয়াকে গোড়ায় অসম্ভব ভেবেছিলাম, ব্যাকরণ বিশেষ বিচারে তাকে **সম্ভব** বলছে। সুতরাং **আলোচ্যমান উদাহরণটিতে নিদর্শনা সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের।** পরিকল্পিত উপমাটি এই : **যেমন সূর্য্যের উদয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অস্তগমন, তেমনি মানুষের উন্নতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন। 'শ্রীমান্ জন' উপমেয়, 'তপন' উপমান।** (মানুষের) উন্নতিপতন আর (সূর্য্যের) উদয়াস্ত বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম।

(আমি যে উদাহরণটি দিলাম, তা ষষ্ঠ শতাব্দীর আচার্য্য ভামহপ্রদত্ত—বোধ হয়, রচিত—সংস্কৃত উদাহরণের অনুবাদ। পরবর্ত্তী বহু আলঙ্কারিক এইটিকেই নানাভাবে রূপান্তরিত ক'রে উদাহরণরূপে দেখিয়েছেন। এর থেকে মনে হয়, সংস্কৃতসাহিত্যেও সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের উদাহরণ বিরল। বাঙলাসাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। ভামহের উদাহরণ :

"অয়ং মন্দদ্যুতির্ভাস্বানস্তং প্রতি যিযাসতি।
উদয়ঃ পতনায়েতি শ্রীমতো বোধয়ন্নরান্॥")

দৃষ্টান্ত আর নিদর্শনা—পার্থক্য

(ক) **দৃষ্টান্তে** অপ্রকৃত অংশটি অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। বাদ দিলে অলঙ্কার থাকে না, কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ থাকে। **নিদর্শনায়** অপ্রকৃতকে বর্জ্জন করা একেবারে অসম্ভব, প্রকৃতের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

(খ) **দৃষ্টান্তে** প্রকৃত অপ্রকৃত পরস্পরনিরপেক্ষ দুটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বাক্যে থাকায় **বাক্যদুটি শেষ হওয়ার পর** তাদের দূর ভাবসাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয় স্বতন্ত্র বাক্যার্থদুটির প্রণিধানের ফলে ; সংক্ষেপে, **আগে বাক্য শেষ, পরে উভয়ের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য-প্রতীতি।** কিন্তু **নিদর্শনায় আগে সাদৃশ্য-বোধের জন্ম, পরে বাক্য শেষ। নিদর্শনায়** কবি যে ভাববিহঙ্গটি পাঠকের মনের আকাশে উড়িয়ে দিতে চান, তার দুটি পক্ষ—উপমেয় আর উপমান।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের জন্য

'প্রতিবস্তু' কথাটার গঠনে **'প্রতি'**-র ভূমিকা কি ?

এর উত্তর খুব সহজ নয়। 'বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম' ব'লে যে কয়জন আলঙ্কারিক 'প্রতিবস্তূপমা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন তাঁরা 'প্রতি' কি অর্থে এবং কিভাবে 'বস্তু'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই। সাধারণ ধর্ম্মের এই বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের কথা অল্প কয়জন আলঙ্কারিক বললেও এটিকে প্রতিবস্তূপমার একটি মূল্যবান্ লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের অলঙ্কার 'দৃষ্টান্ত'; ওতে উপমেয়, উপমান সাধারণ ধর্ম্ম সবই বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন। কিন্তু 'দৃষ্টান্তে'রই মতন দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার 'প্রতিবস্তূপমা'য় উপমেয় উপমানে বস্তুপ্রতিবস্তুভাব নাই, আছে শুধু সাধারণ ধর্ম্মে। পার্থক্যটুকু স্মরণীয়। কাজেই, 'প্রতিবস্তু' কথাটার সম্ভাব্য গঠনটি কেমন, একটু বিচার ক'রে দেখতে চাই।

প্রথমেই চলি **'নেতি'-র পথে** :

(i) 'প্রতিবস্তু'-ব **'প্রতি' উপসর্গ নয়**। প্র, পরা, প্রতি ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে **অব্যয়। এদের উপসর্গ নাম হয় তখন, যখন ক্রিয়ার সঙ্গে এরা যুক্ত হয়**। 'বস্তু' কথাটি সাধারণ 'কৃৎ'প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ নয়, 'উণাদি তুন্' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ (√বস্+উণাদি তুন্=বস্তু)। উপসর্গযুক্ত 'বস্'-ধাতুর উত্তর এই 'তুন্' প্রত্যয় হয় না।

(ii) 'প্রতিবস্তু' **অব্যয়ীভাব সমাসে গঠিত নয়**, কারণ সাধারণ ধর্ম্মের প্রতিবস্তু অব্যয় নয়, বিশেষ্যপদ।

(iii) 'প্রতি' **কর্ম্মপ্রবচনীয় নয়**। 'হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী'-র 'প্রতি'-র মতন 'বস্তুর প্রতি'ব 'প্রতি'-কে যদি কর্ম্মপ্রবচনীয় বলি, তাহ'লে সমাস ক'রে 'প্রতিবস্তু' রূপ দেওয়া যায় না, কারণ কর্ম্মপ্রবচনীয়দের সমাসে বাঁধা নিষিদ্ধ ("কর্ম্মপ্রবচনীয়ানাং প্রতিষেধঃ"—কাত্যায়ন)।

(iv) 'প্রতিবস্তু'কে প্রাদিসমাসের পথে সিদ্ধ করা যায় না। গত, ক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে প্র, অতি ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে হয় প্রাদিসমাস। ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রতিবস্তুকে এখানে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।

এই সব দেখে-শুনে একমাত্র **সম্ভাব্য আশ্রয় ব'লে মনে হয়েছে নিত্যসমাস।**

নিত্যসমাসে প্রতিবস্তু :

একরকম নিত্যসমাস আছে, যাকে বলা হয় **অ-স্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।** স্বপদ অর্থাৎ সমস্তপদটির (compound word) নিজস্ব পূর্ব্বপদ এবং উত্তরপদ থেকে ব্যাসবাক্য হয় না, বাইরের থেকে বিশেষভাবের পদ এনে ব্যাসবাক্য ক'রে সমাসে সেটি লুপ্ত ক'রে দিতে হয় ; এই কারণে এর নাম অ-স্বপদবিগ্রহ। 'প্রতিবস্তু'কে এই পথে বিশ্লেষণ করা যাক :

'প্রতি' অব্যয়টির বহু অর্থ পাই 'শব্দরত্নাবলী'তে ; তাদের মধ্যে **একটি অর্থ 'সমাধি'**। 'সমাধি' মানে লীন হওয়া, অন্য সত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে এক ক'রে তোলা। **বস্তুতে সমাহিত ইতি প্রতিবস্তু, নিত্যসমাস।** 'প্রতি'র অর্থ 'সমাধি'কে নিয়ে ব্যাসবাক্য করতে হ'ল। আগে বলেছি প্রতিবস্তূপমায় উপমেয়বাক্যের সাধারণ ধর্ম্ম 'বস্তু' এবং উপমানবাক্যের, 'প্রতিবস্তু'। এইবার দেখা যাক, **বস্তুতে সমাহিত** এই ব্যাসবাক্যের নিত্য-সমাস 'প্রতিবস্তু' প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারে কিভাবে কাজ করছে :

'সৌন্দর্য্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়।
বৎসরে **কয়টি** রাত্রি লভে পূর্ণিমায় ?'—শ. চ.

—**'কয়টি'**=বেশী নয়, ৩৬৫টি রাত্রির মধ্যে মাত্র বারোটি=**'বিরল'**। 'কয়টি' তাৎপর্য্যে 'বিরল' অর্থাৎ উপমানসাধারণধর্ম্ম তাৎপর্য্যে উপমেয়সাধারণধর্ম্ম—ভাষায় বিভিন্ন, অর্থে এক। **নিত্যসমাসের পথে : বস্তুতে** অর্থাৎ উপমেয়-সাধারণধর্ম্মে ('বিরল') **সমাহিত** অর্থাৎ তাৎপর্য্যে একরূপতা লাভ ক'রে ওরই মধ্যে লীন যে উপমানসাধারণধর্ম্ম ('কয়টি'), সে **প্রতিবস্তু।**

এই হ'ল সাধারণ ধর্ম্মের বস্তু-প্রতিবস্তুভাব।

বিম্ব, প্রতিবিম্ব :

'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের স্রষ্টা অষ্টম শতাব্দীর কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক আচার্য্য উদ্ভট ; সংজ্ঞায় 'প্রতিবিম্ব' কথাটির প্রয়োগ তিনিই করেন। 'বিম্ব' শব্দটি পরবর্ত্তী কালের যোজনা।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব শব্দদুটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা কোনো আলঙ্কারিক বা টীকাকার করেন নাই। পথটি অবশ্য খুবই কঠিন।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে শব্দদুটির বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। শাঙ্কর-দর্শনের জলতরঙ্গবৎ প্রতীয়মান মরীচিকায় সূর্য্যকিরণের প্রতিবিম্বের মতন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎ ; প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের পরমশিবের সংবিৎ-মুকুরে সৃষ্টিরূপ